যুগান্তর

তারিখ 28 SEP 2013 কলাম 2

উদ্বোধনের অপেক্ষায় ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

জাহিদ রিপন, ফরিদপুর ব্যুরো

ফরিদপুরবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন অবশেষে পূরণ হতে যাচ্ছে। চলতি বছরই উদ্বোধন হচ্ছে ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ফরিদপুরের শিক্ষাঙ্গন হিসেবে পরিচিত শহরের কোলাহলমুক্ত নিরিবিলি পরিবেশে শহরতলির বায়তুস আমান এলাকায় ৫ একর জমির ওপর নির্মাণ হয়েছে এ কলেজ। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের তত্ত্বাবধানে ৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০৫ সালে শুরু হয় ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নির্মাণ কাজ। তা শেষ হয় ২০১০ সালে। কলেজের নির্মাণ কাজ শেষ হলেও শুধু বিদ্যুৎ ও পানি সংযোগের জটিলতার কারণে তিন বছর কর্তৃপক্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি চালু করতে পারেনি। অবশেষে আগস্ট মাসে বিদ্যুৎ ও পানি সংযোগ দেয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানান, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চালু করার সব প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এরই মধ্যে ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিদর্শন করে গেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. নেহ্ জেবুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ'র প্রফেসর প্রকৌশলী মিজানুল হক বাবুন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ উপপরিদর্শক মোস্তাফিজুর রহমান। ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কম্পিউটার এ তিনটি টেকনোলজি পড়ানো হবে। ২০১৩-১৪ বছরে ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ দুটি টেকনোলজিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। প্রত্যেকটি টেকনোলজিতে ৬০টি আসন রয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস ও ছাত্রীদের জন্য ছাত্রী নিবাস গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও ক্যাম্পাসে গড়ে তোলা হয়েছে ব্যাংক, ডাকঘর, ক্যাফেটেরিয়া, লাইব্রেরি, সেন্ট্রাল কম্পিউটার ল্যাবসহ সব ধরনের সুবিধা। প্রফেসর আলতাফ হোসেন বলেন, ফরিদপুরের শিক্ষাঙ্গন হিসেবে পরিচিত বায়তুস আমান এলাকায় ২০১০ সালে মুকুলিত হলেও দীর্ঘদিন ধরে কলেজটি পড়ে আছে। তাছাড়া পরবর্তী কলেজটি চালুর অপেক্ষায় রয়েছে। এখন জীবন ফিরে পাচ্ছে। কলেজ পরিচালনার জন্য এরই মধ্যে ৬৭টি রেভিনিউ পদ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও ১৮ জন নন রেভিনিউ পদ হয়েছে। এখন চলছে শেষ মুহূর্তে বিভিন্ন টেকনোলজির ল্যাবগুলো সাজানোর কাজ। ফরিদপুরের বিভিন্ন পেশার মানুষ মনে করেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি চালু হলে ফরিদপুরসহ দক্ষিণাঞ্চলের কমপক্ষে ২১ জেলার মেধাবী শিক্ষার্থীরা এখানে এসে উচ্চশিক্ষা লাভ করবে। মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন বলেন, ফরিদপুরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি চালু করার। ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ আনোয়ার হোসেন জানান, সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে আমরা এ প্রতিষ্ঠানটি চালু করার প্রচেষ্টা নিচ্ছি এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা এ বছর দুটি টেকনোলজিতে ভর্তি করব। একটি হল ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স আর একটি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। এ দুটি টেকনোলজি দিয়েই প্রাথমিকভাবে এ প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করা হবে। ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চালু হবে এমনটিই প্রত্যাশা করছেন ফরিদপুরবাসী।

যুগান্তর

ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ